তারিখ ... 07 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

05

জনমত

ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা কোথায় গেল?

নারী শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গত বছর থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এ প্রকল্প নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। গত ১৯৯৪ সনে ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের এ বৃত্তি দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর সরকারী সুফিয়া এ হাই খান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা গত বছর সরকার ঘোষিত উক্ত উপবৃত্তির টাকা পায়নি। গত বছর এ বৃত্তির টাকা দেয়ার জন্যে প্রতিটি ছাত্রীর কাছ থেকে পাঁচ কপি করে ছবি নেয়া হয়। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে উপবৃত্তির টাকা গত বছর ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে আমি উক্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে তারা আমাকে জানান যে, সরকারী ফান্ড না আসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তির টাকা দেয়া হয়নি। শুধু নবম শ্রেণীর টাকা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কথা হলো, একই প্রকল্পের আওতায় হওয়া সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর উপবৃত্তির টাকা না দেয়ার কারণ কি? এলাকার অভিভাবক মহলে এখন প্রশ্ন জাগছে যে, এর পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো? কারণ এ এলাকার অন্যান্য স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে বলে জানা গেছে। আমাদের প্রশ্ন, আসল ঘাপলাটা কোথায়? উল্লেখ্য যে, ৬ষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণীতে যারা এবার ওই স্কুলে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের কাছ থেকে আবার ছবি নেয়া হচ্ছে। কিন্তু গত বছর (১৯৯৪) টাকা না পাওয়ায় অনেকেই এবার ছবি জমাদিতে আগ্রহী নয়।

এ ব্যাপারে আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা গত বছর কেন উপবৃত্তির টাকা পেলো না তা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। সে সঙ্গে করা হোক। উক্ত বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা (বর্তমানে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত) যাতে ১৯৯৪ সালের উপবৃত্তির টাকা শীঘ্র পেতে পারে সে ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবিজানাচ্ছি।

মহিউদ্দীন খান মোহন
মাগুরগাঁও
শ্রীনগর
মুন্সীগঞ্জ।